এই কথা-পত্র সংবাদ পরিষেবারই অংশ। তবে এর বিষয় কেবল কৃষি। এখানে প্রকাশ পাবে দেশ-দুনিয়ার কৃষি, বাংলার কৃষি ও ভুবনায়নের কৃষির তাবৎ গতিপ্রকৃতি তথা কৃষি নিরীক্ষার বিবিধ বয়ান। যার ভেতর ডিআরসিএসসি-র কার্যক্রম ও কৃষি-নিরীক্ষার সংবাদও থাকবে। উদ্দেশ্য,কৃষির ফলিত অভিজ্ঞতার বিনিময়। উদ্দেশ্য, কৃষি-চেতনার এক সংহত আবহ তৈরি।

অন্ন-কথকতা

অগস্ট ২০১২

রিলে বা পয়রা চাষ

বিষয়

বর্ষার জলে আমন ধানের চাষ সারা পশ্চিমবঙ্গেই হয়। সেচসেবিত এলাকায় আমন ধান উঠে যাওয়ার পর ১ মাস জমি শুকিয়ে নেওয়ার জন্য ফেলে রেখে রবি মরশুমে চাষ শুরু হয়। অসেচ এলাকায় আমনের পর সারা বছরই জমি পড়ে থাকে। এই পড়ে থাকা জমিতে সহজেই আরো একটি ফসল খুব সহজেই তুলে নেওয়া যায়। কিছু ডাল ও তেল বীজ আছে যাদের চাষে জল লাগে খুব কম আর বেশি দেখাশোনার প্রয়োজনও পড়ে না। এই ধরনের বীজ, আমন ধান কাটার কয়েকদিন আগে জমিতে জো থাকা অবস্থায় ছিটিয়ে দিলে একটি বাড়তি ফসল পাওয়া যায়। জমিতে থাকা জল ব্যবহার করে ফসল পাওয়ার এই পদ্ধতিকে পয়রা রিলে চাষ বলে।

প্রস্তাব

- পয়রা চাষে শুঁটি, তেলবীজ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিবারের ফসল ব্যবহৃত হয়।
- ছিটিয়ে বোনা হয় বলে এই চাষে ৩০-৪০ ভাগ বেশি বীজ লাগে।
- মাটিতে থাকা জলের পরিমাণ, জমিতে কী ফসল আছে, পয়রা হিসেবে কী ফসল বোনা হবে তার ওপর নির্ভর করে ফসল কাটার ২-১৫ দিন আগে বীজ ছেটাতে হবে। শুঁটি জাতীয় ফসল যেমন ঘেসো মটর, খেসারি ইত্যাদি ৭-১০ দিন আগে, অন্য ফসল যেমন সরষে ইত্যাদি কাটার ৪-৫ দিন আগে ছেটাতে হবে।
- পয়রায় সাধারণত অল্প দিনের ফসল হওয়া উচিত। কারণ জমিতে থাকা সামান্য জলেই তাকে পুষ্ট হতে হয়।
- পশুপাখির হাত থেকে এই ফসল বাঁচাতে দরকার সামাজিক সমষ্টিগত নজরদারি।

কার্যক্রম

উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, জলপাইগুড়ি ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১২৫টি চাষি দল প্রায় ১৪২৫ একর এক ফসলি জমি পয়রা করে দ্বিতীয় ফসল ঘরে তুলেছে। তারা চাষ করেছে খেসারি, সরষে, তিল। আবার ২৯৯ একর দোফসলি জমি থেকে ৫৭টি গ্রামের ৬৯টি দল ১টি করে বাড়তি ফসল পেয়েছে। কয়েকটি এলাকায় আলুর জমিতে তিল ও কুমড়ো জাতীয় ফসলও পয়রা হিসেবে চাষ করার চেষ্টা হয়েছে।

প্রতিফল

- পড়ে থাকা জমির পরিমাণ কমেছে।
- পশুখাদ্যের কিছুটা জোগান দেওয়া গেছে।
- পুরুলিয়া ছাড়া অন্যান্য শুখা এবং ভিজে এলাকায় প্রধান ফসলের পর জমিতে থাকা জলের সদ্ব্যবহার করা গেছে।
  শুখা অঞ্চল যেখানে মানুষের বেশ কয়েক মাস কাজ থাকে না, সেখানকার প্রান্তিক চাষি পয়রা চাষ করলে ১ বিঘা জমি থেকে বছরে
- ৫-৮ হাজার টাকা বাড়তি আয় করতে পারে। এর জন্য লগ্নিও খুব কম।
- শুঁটিজাতীয় ফসল থেকে জমিতে নাইট্রোজেন এসেছে।
- পয়রা জমি ঢেকে রাখার দরুণ মাটির পুষ্টি উপাদান রক্ষা করা গেছে। সূর্য শুষে নিতে পারেনি।
- পয়রায় জমি চষতে হয় না। ফলে জমির ব্যবহার কম হয়েছে। যা জলবায়ু বদল রোধের জন্য উপযুক্ত।

সম্ভাবনা

- ডিআরসিএসসি-র কাজের এলাকার বাইরেও এই চাষ বেশ সাড়া ফেলেছে।
- বলা ফসলগুলি ছাড়াও অনেক চাষি পয়রা হিসেবে ছোলা, মটর, তিসির চাষ করেছে।
- পয়রা পদ্ধতিতে মিশ্রচাষ যেমন মটর ও তিসি, মুসুর ও তিসি, মটর ও সরষেও করা যায়। এগুলি হল একে অন্যের সহযোগী ফসল।
- এই চাষে চাষিদের প্রাথমিকভাবে বীজ ও কারিগরিগত সাহায্য ছাড়া আর কোনো সাহায্যের দরকার নেই।

■ ■

আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য

দেশে এক নতুন চুক্তি আসছে।
চুক্তির নাম ভারত-মার্কিন কৃষি
জ্ঞান চুক্তি। চুক্তির ফলে
কৃষকের স্বাধীনতা লোপ পাবে।
দেশি বীজ আর থাকবে না।
জীব বৈচিত্র লোপাট হবে। কৃষি
চলে যাবে বহুজাতিকের হাতে।
এইসব নিয়ে এই বই।

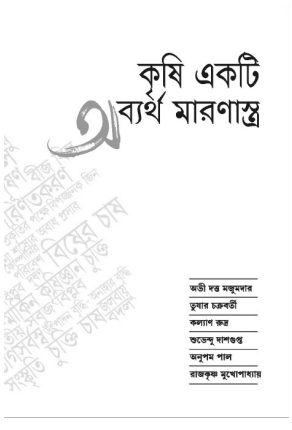

যোগাযোগ ।। ডি আর সি এস সি
১৮বি গড়িয়াহাট রোড (সাউথ) ।। কলকাতা ৭০০ ০৩১
২৪৭৩৪৩৬৪।। ২৪৪২৭৩১১ ।। ৯৪৩৩৫১১১৩৪
drcsc.ind@gmail.com || drcsc@vsnl.com ||

ডিআরসিএসসি, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত